৩। সামান্য সংক্রান্ত সমস্যা (The Problem Concerning Universal):

সামান্য সংক্রান্ত সমস্যাটি অধিবিদ্যার একটি গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। সমস্যাটি জটিল কারণ সমস্যাটির স্বরূপ বিবৃত করা সহজ নয়। **পরস্পরের থেকে আলাদা বিভিন্ন বস্তুকে কিভাবে আমরা এক শ্রেণীভুক্ত করে একটি সাধারণ নামে অভিহিত করি এই সমস্যাকেই সামান্যসংক্রান্ত সমস্যা বলে গণ্য করা হয়।** পারস্পরিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও যখন আমরা বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুকে এক শ্রেণীভুক্ত করে এক নামে অভিহিত করি, তখন তার পশ্চাতে সামান্যসংক্রান্ত ধারণাই ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সামান্যের সমস্যা

বিভিন্ন বিশেষ বস্তু, যেমন এই বইটি, ঐ কলমটি, ঐ ফুলটি, ঐ মহিলার শাড়ীটি, আমার সামনের মারুতি গাড়ীটি— পরস্পরের দিক থেকে নানা দিক দিয়ে পৃথক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেরকে আমরা **লাল বস্তু** হিসেবে গণ্য করি কারণ **লাল** হওয়ার ব্যাপারে এদের মধ্যে মিল আছে। এদের সকলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহ'ল: **লোহিতত্ব**। এখন এই সব বিশেষ নির্দিষ্ট লাল বস্তুগুলি হ'ল দেশ কালে অবস্থিত **বিশেষ বস্তু** বা সংক্ষেপে **বিশেষ,** এবং এদের প্রত্যেকের মধ্যে **সাধারণ** বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থিত **লোহিতত্ব** এই গুণটি হ'ল সামান্য। নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট স্থানে, বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলির অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু **লোহিতত্ব** এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত নয়, এ হ'ল **দেশ কালাতীত** পদার্থ। সব লাল বস্তুই হ'ল 'লোহিতত্ব' এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ বিশেষ উদাহরণ, সুতরাং এদিক থেকে বলা যেতে পারে, **যার বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ আছে তাই হ'ল সামান্য।**

কিন্তু তবুও প্রশ্ন উঠতে পারে **লোহিতত্ব** বলে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সামান্য ধর্মের কথা স্বীকার করা হ'চ্ছে তা নিছকই আমাদের স্বকপোলকল্পিত কল্পনা কিনা, অর্থাৎ লোহিতত্ব নামক গুণটির কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? বিশেষ বিশেষ লাল বস্তুর যেমন বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনই সব লাল বস্তুর মধ্যে উপস্থিত **সাধারণ লোহিতত্বের** বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে কি? আমরা বিশেষ বিশেষ লাল বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন সচেতন হই, ঠিক তেমনই এগুলি সকলেই যে লাল এ বিষয়টি সম্পর্কেও সম্যক অবহিত হই। সুতরাং সকল বিশেষ বিশেষ লাল বস্তুই 'লোহিতত্ব' এই বৈশিষ্ট্যের সমান অংশীদার। লাল রংয়ের মাত্রা, গভীরতা ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য থাকনা কেন। তাই বিশেষ বিশেষ বস্তুর মতো বস্তুগুলি যে সাধারণ গুণের অংশীদার তারও বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করা দরকার। এদিক দিয়ে আমরা দুধরনের পদার্থের অস্তিত্বের কথা বলতে পারি: (ক) বিশেষ বিশেষ বস্তু যাদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে এবং (খ) গুণ বা বৈশিষ্ট্য

Scanned with CamScanner

বা বিশেষ বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না কারণ তাহলে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় করে থাকার মতো কিছু থাকবে না। আবার গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথাও অস্বীকার করা চলে না কারণ তাহলে বিশেষ বিশেষ বস্তু কার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকাশ করবে। সর্বোপরি, লোহিতত্ব এই গুণটি কোন জিনিসের মধ্যে না থাকলে তা লাল হবে কি করে?

ব্যাপারটিকে নামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখা যেতে পারে। নামবাচক শব্দ মাত্রেই নামীর নির্দেশ দেয়। স্থকীয় নামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি স্পষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝায়, 'পশ্চিমবঙ্গ' বিশেষ প্রদেশ কে বোঝায়, 'কলিকাতা' বিশেষ মহানগরীকে বোঝায়। কিন্তু বই, মানুষ, বাড়ী ইত্যাদি জাতিবাচক পদ কাকে বোঝায়? এগুলি বিশেষ বস্তুর নাম নয়, 'বই' বলতে বিশেষ বই বা 'মানুষ' বলতে বিশেষ মানুষকে বোঝায় না অথচ এগুলি কোন বিষয়কে যে সূচিত করে তা নিশ্চিত ভাবে সত্য। প্রশ্ন হলো— এই বিষয়গুলি কী? এগুলিই হলো —সামান্য বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'বই' বলতে যে বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন বস্তু বই হতে পারে তাকে বোঝায়, 'মানুষ' বলতে যে বৈশিষ্ট্যের বলে কোন জীবকে মানুষ বলা যায় তাকে বোঝায়। জাতিবাচক পদ যদি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের নাম হয় তাহলে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে বাস্তবে সাধারণ বা সামান্যধর্ম বলে কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই 'সামান্য' বা 'জাতি' বলে গণ্য করা হয়।

৩ : ১। জাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Universal):

এই সামান্য বা সাধারণ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি এবিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বস্তুবাদ, নামবাদ ও ধারণাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতি বা সামান্যের তিন প্রকারের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। এখন আমরা এই তিনটি মতবাদ আলোচনা করবো। বস্তুবাদী জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হলেন প্লেটো ও তাঁর শিষ্য এ্যারিস্টট্‌ল।

(ক) বস্তুবাদী জাতিতত্ত্ব—প্লেটোর মতবাদ : (Realist Theories of Universal: Plato's Theory) গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সামান্য বা জাতি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাকে বস্তুবাদী জাতিতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়, কারণ তার মতে জাতি বা সামান্যের বাস্তব **অস্তিত্ব** রয়েছে। এমন নয় যে জাতি একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম বলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে এর কোন পৃথক কোন সত্তা নেই। বরং জাতি বা সামান্য হ'ল এক আদর্শ ও বুদ্ধিগম্য সত্তা। বাস্তব জগতে যে বিশেষ বিশেষ বস্তু, যেমন বিশেষ টেবিল, বিশেষ বই, বিশেষ কলম ইত্যাদি রয়েছে, ঠিক তেমনই রয়েছে জাতি বা সামান্য, যেমন—টেবিলত্ব, পুস্তকত্ব ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ বস্তু এই সামান্য বা জাতিরই অনুকরণ মাত্র। বাস্তব জগতে আমরা যেসব বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি দেখি সেগুলি সংশ্লিষ্ট জাতিরই উদাহরণ মাত্র। সুতরাং প্লেটো দু' ধরনের সত্তার কথা স্বীকার করেছেন—বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি এবং জাতি। কিন্তু তাঁর মতে জাতিই হ'ল প্রকৃত সত্তা। বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি হ'ল

বিশেষকে বাদ দিয়েও জাতির অস্তিত্ব রয়েছে

Scanned with CamScanner

তার নকল বা অনুকরণ মাত্র। এই সামান্যধর্ম বা জাতি না থাকলে কোন বিশেষ ব্যক্তি থাকতে পারেনা; যেমন, 'গোত্ব' নামক জাতি না থাকলে কোন বিশেষ প্রাণী গরু হ'তে পারেনা। আবার গোত্ব এই জাতিরই কম বেশী মূর্তরূপ হিসেবেই কোন বিশেষ প্রাণী গরু হ'তে পারে। গোত্ব—এই জাতিকে অল্পবিস্তর অনুকরণ করেই বিশেষ গরুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়।

অবশ্য নৈতিকতা ও গাণিতিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্লেটো জাতি সংক্রান্ত আলোচনায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তব জগতে পূর্ণ বা পরমকল্যাণ, পূর্ণ সততা বা চরম ন্যায় বলে কোন কিছু নেই। আমরা কখনই বাস্তবে অবিমিশ্র ভালো পাইনা; ঠিক তেমনই পাইনা চরম সততা বা ন্যায়কে। কারণ কোন আচরণ বা অবস্থার মধ্যে এগুলির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেনা। আবার ঠিক তেমনই বাস্তব জগতে নিখুঁত ত্রিভুজ বা বৃত্ত পাওয়া যায় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেসব অঙ্কিত ত্রিভুজ বা বৃত্ত আমরা দেখি, সেগুলি হ'ল সম্পূর্ণ রূপে নিখুঁত ত্রিভুজ বা বৃত্তের কমবেশী অনুকরণ মাত্র। অর্থাৎ বাস্তব জগতের কোন ব্যক্তি বা বস্তুই জাতির আদর্শে পৌঁছুতে পারে না; বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি জাতির অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র। বাস্তব জগতে চরম ন্যায়, চরম সততা বা নিখুঁত বৃত্ত না থাকলেও চরম ন্যায়, চরম সততা, নিখুঁত বৃত্ত বা সংক্ষেপে সামান্য বা জাতি অলীক নয়, কারণ আমরা যখন বলি এই কাজটি সম্পূর্ণ সৎ নয়, এই পরিস্থিতি তোমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর হতে পারেনা, তখন আমাদের মনে পূর্ণ সততা ও পূর্ণ কল্যাণের ধারণা যে কাজ করে একথা স্বীকার করতেই হয়। পূর্ণ কল্যাণের ধারণা না থাকলে আমরা বলতে পারিনা যে, কোন কাজ সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর নয়। যেহেতু পূর্ণ কল্যাণ, পূর্ণ সত্তা, নিখুঁত বৃত্ত ইত্যাদির ধারণা আমরা করতে পারি এবং যেহেতু বাস্তব জগতে কেবল এদের অসম্পূর্ণ রূপই রয়েছে, তাই প্লেটো মনে করেন, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে কোন-না-কোন জগতে এই সব জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। প্লেটো একথাও মনে করতেন যে, এই জগতে আমাদের জন্মের আগে এই সব জাতি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, এখন আমরা এগুলিকে কেবল স্মরণ করি মাত্র। প্লেটোর এই অনুস্মরণ তত্ত্বকে নিছকই অলীক কল্পনা বলে জাতিতত্ত্বের আলোচনায় তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না।

সুতরাং প্লেটোর মতে একদিকে রয়েছে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর জগৎ অন্যদিকে রয়েছে জাতির জগৎ। বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর জগৎ জাতির জগতের অসম্পূর্ণ নমুনা বা ছায়া মাত্র—এই জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু জাতির জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্লেটোর এই জাতিতত্ত্বের

বিশেষের সাথে জাতির সম্পর্ক

প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হ'ল বিশেষ বস্তুর জগতের সঙ্গে জাতির জগতের সম্পর্ক সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা। বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি এবং জাতি পরস্পরের থেকে এতই আলাদা যে তাদের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা ভাবতে কষ্ট হয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি দেশ ও কালে অবস্থান করে, কিন্তু জাতি বা সামান্য দেশ কালে অবস্থান করেনা। দেশও কালাবচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মতো অবস্থান না করলেও জাতির অস্তিত্ব আছে—দেশ ও কালাতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতেই এর অস্তিত্ব হয়েছে। বিশেষ বিশেষ বস্তু সংশ্লিষ্ট জাতিকে কমবেশী অনুকরণ করে—শুধু একথা বললে উভয়ের সম্পর্কের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। বিশেষ ও সামান্য

Scanned with CamScanner

বা জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ সে ব্যাপারে প্লেটো একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। আমরা এখানে কেবল গুরুত্বপূর্ণ মতগুলির কথা উল্লেখ করবো।

(ক : ১) মূলের সঙ্গে তার অনুকৃতির সম্পর্ক (Relation of Original to its Copy): প্লেটো তাঁর প্রথমদিকের রচনাতে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূলের সঙ্গে তার অনুকরণ কিংবা আদর্শের সঙ্গে সেই আদর্শ অনুসারে সৃষ্ট বস্তুর কথা বলেছেন। যেমন, বাস্তব জগতে আমরা যেসব বিশেষ বিশেষ গরু দেখি সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত আদর্শ গরুর অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ বা অসম্পূর্ণ নমুনামাত্র। আদর্শ গরু, মানুষ, আদর্শ কল্যাণ ইত্যাদির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে রয়েছে, তবে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে না হলেও অন্য কোন জগতে রয়েছে। এই জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে আলাদা হলেও অবাস্তব বা অলীক নয়। কোন মানুষের প্রতিরূপ হ'ল তারই অনুকরণ বা নকল, আবার ঐ মানুষ হ'ল আদর্শ মানুষের অনুকরণ বা নকল।

জাতির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক আসলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, বিশেষের সাথে বিশেষের সম্পর্ক

কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও আদর্শের জগৎ—এই দুই প্রকার জগতের কল্পনা জাতি বা সামান্যের ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ আদর্শ বলতে আদর্শ মানুষ বা আদর্শ গরু বা আদর্শ আচরণ যাই বোঝাক না কেন, তা আদর্শ হলেও বিশেষ হতে বাধ্য—এমন বিশেষ যার দেশ ও কালে অস্তিত্ব থাকবে। সুতরাং আদর্শের সঙ্গে তার নকলের সম্পর্ক আসলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্পর্ক। আদর্শের সঙ্গে তার প্রতিচ্ছবি বা অনুকৃতির অনুরূপতা নিখুঁত নয় বলে অনুকৃতিকে সংশ্লিষ্ট আদর্শের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলা যেতে পারে, কিন্তু অধ্যাপক হসপার্সের মতে, কোন আদর্শের বাস্তব উদাহরণ কি করে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হবে? বাস্তব উদাহরণটি হয় ঐ আদর্শের আদৌ উদাহরণ বলে গণ্য হবে না অথবা হবে। এখানে সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণের প্রশ্ন আসেনা। ত্রিভুজের সঙ্গে ত্রিভুজের উদাহরণের যে সম্পর্ক তা 'মূলের সঙ্গে অনুকৃতির সম্পর্কের অনুরূপ নয়। আদর্শের জগতের কল্পনা যতই আকর্ষণীয় হোক-না-কেন, এই কল্পনা সামান্য বা জাতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ এই আদর্শের জগৎ জাতির জগৎ নয়, এ হ'ল ব্যক্তিরই জগৎ। তবে এই ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তির পার্থক্য আছে। অন্যান্য ব্যক্তি যেখানে আদর্শের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ, সেখানে আদর্শ ব্যক্তি কারও প্রতিরূপ নয়, তা নিজে নিজেই আদর্শ।

এখানে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণের প্রশ্ন আসেনা

(ক : ২) অংশ গ্রহণের সম্পর্ক (The Relation of Participation): প্লেটো জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে অংশ গ্রহণের উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখানে "অংশ গ্রহণ করা" বা অংশীদার কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তা' নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি কিভাবে জাতির অংশীদার হয়? একটি চাদরের নীচে অনেক ব্যক্তি শয়ন করলে যেমন সকলেই একই চাদরের অংশীদার হয়, ঠিক তেমনই ব্যক্তিও জাতির অংশীদার হয় বা ব্যক্তিরা জাতিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে চাদরের নীচে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা সব সময়ই সীমিত, কিন্তু জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যার কোন সীমা নেই। চাদরের অন্তর্গত

অংশ গ্রহণের অর্থ স্পষ্ট নয়

Scanned with CamScanner

ব্যক্তির তুলনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা যদি বেশী হয়, তাহলে স্বভাবতঃই অতিরিক্ত ব্যক্তি ঐ চাদরের অংশভাক্‌ হতে পারবেনা। কিন্তু জাতির ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথা খাটেনা। এছাড়া এই উপমা জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে পর্যাপ্ত নয় একারণে যে, অংশগ্রহণের এ কোন ক্ষেত্র নিলে দেখা যাবে যে, অংশগ্রহীতা ও অংশদাতা উভয়েই ব্যক্তি, কেউই জাতি নয়। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে অংশ গ্রহণের বিষয়টি নিছকই উপমা মাত্র, একে ব্যক্তি জাতির সম্পর্কের সঠিক বিবরণ মনে করলে ভুল করা হবে। কিন্তু একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অন্ততঃ খানিকটা সাদৃশ্য না থাকলে কোন উপমাই হয় না; এখানে সেই অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যও নেই। হস্‌পার্স বলেন, হয়তো প্লেটো একই সঙ্গে তার দ্বিজগৎতত্ত্ব ও সামান্যতত্ত্ব উভয়কেই দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তবে যেভাবে তিনি এই দুইয়ের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে তার সামান্য বা জাতিতত্ত্বকে গ্রহণ করা যায় না।

(ক:৩) উদাহরণের সম্পর্ক (Relation of Instancing): তৃতীয় আর একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্লেটোর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক **উদাহরণ উদাহৃতের সম্পর্ক**।[1] অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে জাতি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। ব্যক্তি জাতিকে রূপ দেয়। এদিক থেকে বলা যায়, ব্যক্তির মধ্যে জাতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্যক্তির মধ্যেই জাতির উদাহরণ বা নির্দিষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের নির্দিষ্ট রূপকে পাওয়া যায়, অশ্বত্বের নির্দিষ্ট রূপ হ'ল বিশেষ বিশেষ অশ্ব। সুতরাং ব্যক্তি হ'ল জাতির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। এই সম্পর্ক এমনই অনুপম ও অদ্বিতীয় সম্পর্ক যে অন্য কোন সম্পর্কের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। কাজেই অন্য কোন উপমার সাহায্যে এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

উদাহরণ উদাহৃতের সম্পর্ক জাতি ও ব্যক্তির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে পারেনা

কিন্তু ব্যক্তি-জাতির সম্পর্ক সম্বন্ধে এই অভিমত সমালোচনার উর্ধে নয়। যদি এরকমই হয় যে, ব্যক্তিই জাতিকে মূর্তরূপ দেয় বা ব্যক্তির মধ্যেই জাতির উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহলে ভারী ও হাল্কা বস্তুর মধ্যে যথাক্রমে গুরুত্ব ও লঘুত্ব এই জাতির উদাহরণ মেলে—এই কথা বলতে হয়। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে এককভাবে গুরুত্ব বা লঘুত্বের দৃষ্টান্তের কথা বলা যায় না। কারণ গুরুত্ব বা লঘুত্ব কোন বস্তুর আপেক্ষিক গুণ। তাহলে কিভাবে বলা যাবে, ব্যক্তি জাতিকে বিশেষ রূপ দেয়? প্লেটো অবশ্য এজাতীয় সম্ভাব্য সমালোচনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যদি বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে উল্লিখিত আপত্তি অনেকাংশেই খণ্ডিত হয়ে যায়। বাস্তব জগতে দু ধরনের পদার্থ আছে—জাতি এবং ব্যক্তি। জাতি আবার দু প্রকারের হতে পারে— বৈশিষ্ট্য এবং সম্বন্ধ। যেহেতু বৈশিষ্ট্য এবং সম্বন্ধ উভয়েরই দৃষ্টান্ত আছে, তাই উভয়ই সামান্য। কিন্তু সম্বন্ধ আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য বলে তা এককভাবে কোন বস্তুর দ্বারা সূচিত হতে পারে না। দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং সম্বন্ধ নামক জাতির দৃষ্টান্ত একক বস্তুর

---

[1] ...

পাওয়া যায়না, দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য সম্বন্ধ যে নিছকই মানবমনের সৃষ্টি তা'নয়, বাস্তব জগতে নিরপেক্ষ ভাবেই এগুলি অবস্থান করে। সামান্য বা জাতির বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মতোই বিষয়গত অস্তিত্ব রয়েছে। বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে জাতির উদাহরণ পাওয়া গেলেও তা ব্যক্তি থেকে পৃথক, কারণ ব্যক্তি থেকে আলাদা কোন অস্তিত্ব না থাকলে জাতি, জাতি না হয়ে ব্যক্তিতেই রূপান্তরিত হয়ে যেত।

জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অন্য কোন সম্পর্কের অনুরূপ না হলেও অনেক সময়ই একে বৃহত্তর শ্রেণীর' সঙ্গে তারই অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর সম্পর্ক বলে ভুল করা হয়। যেমন, 'মানুষ' হ'ল 'প্রাণীর' তুলনায় ক্ষুদ্রতর শ্রেণী। মানুষ হ'ল উপজাতি (species), প্রাণী হ'ল জাতি (genus)। মানুষের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ককে ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সম্পর্কের সঙ্গে অনেক সময়ই গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক হ'ল উপজাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক, বা ব্যাপকতর জাতির সঙ্গে সংকীর্ণ জাতির সম্পর্ক; ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক নয়।

সুতরাং প্লেটোর মতে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির থেকে আলাদাভাবে জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি জাতিকে বিশেষরূপ দেওয়ার মতো যদি কোন ব্যক্তি নাও থাকে তাহলেও জাতির অস্তিত্ব থাকবে; যে সব জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি নেই, অথচ যেগুলিকে আমরা রীতিমতো ধারণা করতে পারি সেগুলি জাতির জগতে বাস্তব, সেগুলি যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, যার বিশেষ দৃষ্টান্ত নেই সে জাতি সম্পর্কে আমরা কি প্রকারে ধারণা করতে পারি? প্লেটো এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পূর্ব-অস্তিত্বের ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য প্রাক্-অস্তিত্বের ধারণার প্রয়োজন হয়না। কারণ যে সমস্ত জটিল ধারণার অনুরূপ বস্তু বাস্তব জগতে থাকে না সেগুলি আমরা অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ধারণা থেকেই সৃষ্টি করতে পারি। আবার সত্যিকারের ত্রিভুজ বাস্তব জগতে না থাকলেও বাস্তব জগতে বিভিন্ন অসম্পূর্ণ ত্রিভুজাকৃতি দেখে সত্যিকারের ত্রিভুজ সম্পর্কে ধারণা করি। কিন্তু সে যাই হোক্, এই বিষয়গুলি অর্থাৎ বিভিন্ন জটিল ধারণা, প্রকৃত ত্রিভুজ, প্রকৃত বৃত্ত ইত্যাদি কোন-না-কোন পদার্থের বা বস্তুর ধারণা। এগুলি যে-সব বিষয়ের ধারণা, প্লেটোর মতে সেগুলিই হ'ল জাতি।

(ক: ৪) প্লেটোর জাতিতত্ত্বের সাধারণ ত্রুটি (General Defects of Plato's Theory of Universal): প্লেটোর জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি সাধারণ ত্রুটির কথাই বলা হয়। প্রথমতঃ, প্লেটোর এই জাতিতত্ত্ব কতটা বোধগম্য, দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বের সপক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কিনা। **প্রথমতঃ,** প্লেটোর জাতিতত্ত্বে আমাদের পরিচিত এই দৈশিক ও কালিক জগতের ঊর্ধে এক নিত্য অলৌকিক জগতের কথা বলা হয়েছে। প্লেটোর মতে ব্যক্তিরা নশ্বর, কিন্তু জাতি স্থায়ী বা চিরন্তন। ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু আছে কিন্তু জাতির উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। জাতির জগৎ তাই নিত্যের জগৎ—এ জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উৎপত্তি-বিনাশশীল, দেশ-কাল পরিছিন্ন বিশেষ বস্তুর জগৎ নয়। জাতির এ জগৎ যেন আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়িয়ে আর এক ভিন্ন জগৎ। এই জগৎ আমাদের কল্পনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এ জগতের অস্তিত্ব আছে; আবার শুধু যে অস্তিত্ব

Scanned with CamScanner

আছে তা নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্ব এই জগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। যখন প্লেটো একথা বলেন তখনই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। জাতির জগৎ আছে অথচ তা' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের থেকে ভিন্ন—এসব কথার অর্থ কি? জাতির জগতের অস্তিত্ব রয়েছে যখন বলা হয়, তখন 'অস্তিত্ব' বলতে আমরা কি বুঝবো? জাতির জগতের বা জাতির অস্তিত্ব রয়েছে, অথচ এ অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বের মতো নয়। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, কেবল উৎপত্তি বিনাশশীল বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গেই আমরা পরিচিত বলে 'অস্তিত্ব' কথাটির ভিন্ন অর্থে ব্যবহার নিছকই আমাদের কল্পনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্লেটো কথিত জাতির অকালিক অস্তিত্ব কালিক-অস্তিত্বের ধারণার সাহায্যেই আমাদের বুঝতে হয়। আমরা কালিক-অস্তিত্বের ধারণাকে কল্পনার সাহায্যে পরিবর্তিত করে অকালিক অস্তিত্বের আনুমানিক ধারণা গঠন করি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্লেটো বর্ণিত জাতির জগৎ কি আর যুক্তিগ্রাহ্য থাকে? তা' কি বোধবুদ্ধি অতীত এক কল্পলোক হয়ে দাঁড়ায় না?

দ্বিতীয়তঃ প্লেটোর জাতিতত্ত্বের পক্ষে যুক্তি আদৌ আছে কিনা—এ প্রশ্ন অনেকেই তুলে থাকেন। প্লেটোর মতের সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ যুক্তি নেই। এমন নয় যে, কোন সামান্য বা জাতিকে নিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে জাতি হ'ল প্লেটোর বিবরণেরই অনুরূপ। জাতি যে চিরন্তন এবং ব্যক্তি যে জাতিরই নকল দৃষ্টান্ত তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো যায় না। প্লেটোর জাতিতত্ত্বের পক্ষে যে যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়, তা পরোক্ষ যুক্তি। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জাতিকে আমরা জানতে পারিনা তাহলেও জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, কারণ জাতি না থাকলে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ অভিজ্ঞতা হয়, সেরূপ অভিজ্ঞতা হতো না। যদি অশ্বত্ব বলে কোন নিত্যপদার্থ না থাকতো, তা হ'লে বিভিন্ন অশ্বকে যে একই শ্রেণীধর্ম বিশিষ্ট বলে অভিজ্ঞতা হয় সেরূপ অভিজ্ঞতা হতনা। সুতরাং প্লেটোর জাতিতত্ত্বের সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। একথা ঠিক যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অভিজ্ঞতা এবং ভাষার ব্যবহাররীতি কোন-না-কোন অর্থে জাতি বা সামান্যের ধারণাকে অনিবার্য করে তোলে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে যখনই আমাদের বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা হয়, তখন ব্যক্তিটি যে জাতির বিশেষ দৃষ্টান্ত সেই নিত্য-অবিনাশী-রহস্যময় জাতির জগৎ সম্বন্ধেও আমাদের অভিজ্ঞতা হয়—এ বক্তব্য আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(খ) অ্যারিস্টটলের জাতিতত্ত্ব (Aristotle's Theory of Universal): প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলও বস্তুবাদী, কিন্তু তিনি প্লেটোর দুই প্রকার জগতের কথা স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বা বস্তুর জগৎ ছাড়া জাতির জগৎ বলে কোন পৃথক জগৎ নেই। দেশকালাতীত জাতির অলৌকিক জগৎ অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এমন কি এজাতীয় জগৎ যদি থেকেও থাকে, তাহলেও ও সেই জগৎ জাতির জগৎ হবে না, সে জগৎ হবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর আদর্শ বা নমুনার জগৎ। অর্থাৎ সেই জগৎ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর চূড়ান্ত আদর্শের জগৎ হিসেবে নিখুঁত

Scanned with CamScanner

ও সর্ব প্রকার অপূর্ণতা বিবর্জিত বস্তু বা ব্যক্তির বা এক কথায়, এক অতিবিশেষের (Super particular) জগৎ। সে জগৎ জাতির জগৎ নয়। আবার এই অতিবিশেষের জগৎ যে আছে, তার সপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। অ্যারিস্টটল যে প্লেটোর বহুসাময় জাতির জগতের শুধু অস্বীকার করেছেন তা' নয়, এই জাতির জগৎ স্বীকার করার পেছনে কোন কারণও দেখতে পাননি। প্লেটোর মতে, জাতি হল দ্রব্যধর্মী— এ হ'ল এমন এক পদার্থ যা তার অস্তিত্বের জন্য মানুষের চিন্তা বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। দেশকালাবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিশেষ বস্তুকে ছড়িয়ে অকালিক এবং অদৈশিক অন্য এক জগতে বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ সত্তায় বিরাজমান থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুই জাতির ছায়া হিসেবে জাতির উপর নির্ভরশীল থাকে। অ্যারিস্টটল এই মতের সমালোচনা করে বলেন, **জাতি আদৌ দ্রব্যধর্মী নয়, জাতি হ'ল বৈশিষ্ট্যধর্মী।** অর্থাৎ জাতির স্বনির্ভর সত্তা নেই, বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাতির অস্তিত্ব আছে এবং তাই এ অর্থে জাতি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, শুধু ব্যক্তিই জাতির উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যৌক্তিক দিক দিয়ে উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল। যে-বস্তুর টেবিলত্ব নেই সেই বস্তু যেমন টেবিল হতে পারে না, ঠিক তেমনই বাস্তবে টেবিল না থাকলে টেবিলত্ব থাকাও সম্ভব নয়।

জাতি বৈশিষ্ট্য ধর্মী

উল্লিখিত বিষয়ে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এঁরা উভয়েই বস্তুবাদী। কারণ এঁরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েই তাদের অস্তিত্বের জন্য মন বা চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই মন বা চেতনা নিরপেক্ষ সত্তা আছে। অ্যারিস্টটলের মতে, সামান্য বা জাতি হ'ল বহু ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম। আমরা এই সাধারন ধর্মের ধারণা গঠন করি একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে ধর্ম সমভাবে বর্তমান তাকে নিষ্কাশিত ক'রে, অর্থাৎ অন্যান্য গুণ থেকে পৃথক ক'রে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জাতি বা সামান্য মনের নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভরশীল। বাস্তব বস্তুর মধ্যেই এই সমান ধর্ম উপস্থিত থাকে, কোন অলীক শ্রেণীর অন্তর্গত একই প্রকারের বিভিন্ন অলীক বস্তু রয়েছে— একথা বললেও ঐ বিভিন্ন অলীক বস্তুর সমান ধর্মকে জাতি বলা যায় না। যেমন, পরী—এই অলীক শ্রেণীর অন্তগর্ত বিভিন্ন রকমের পরী কল্পনা করলেও পরীত্ব বলে কোন জাতিধর্ম হয় না এবং সেকারণে পরী বলে কোন জাতি হয়না। কারণ 'পরী' এই শ্রেণীর অন্তর্গত কোন দৃষ্টান্ত নেই। জাতি যদি মন বা চেতনা নির্ভর হতো তাহলে পরীত্ব এই সাধারন ধর্মকে জাতিধর্ম বলে গণ্য করায় অসুবিধে হতো না। কারণ বিভিন্ন পরীর সাধারণ ধর্ম পরীত্ব একান্তভাবেই আমাদের চেতনানির্ভর, কিন্তু সাধারণ ধর্ম হিসেবে জাতি দৃষ্টান্তনির্ভর, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের মধ্যে এই ধর্ম উপস্থিত থাকে। পরী শ্রেণী অলীক বলে কার্যতঃ তার কোন দৃষ্টান্তই নেই। অর্থাৎ বাস্তবে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার মধ্যে পরীত্ব নামক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত আছে। সুতরাং প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উভয়েরই মতে যদি মন বলে কোন পদার্থ না থাকতো তাহলে জাতি বা সামান্যের জ্ঞান হতো না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যদি মন বলে কোন পদার্থ নাও থাকে তাহলে জ্ঞানের জন্য জগতে বা সামান্য থাকবেনা।

Scanned with CamScanner

এছাড়াও জাতিতত্ত্বের বিষয়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মধ্যে আরও কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁদের মতে শ্রেণীবাচক শব্দ স্বকীয় বা বিশেষ নামের মতো। শ্রেণীবাচক শব্দ একপ্রকারের স্বকীয় নাম, কারণ এটি কেবলমাত্র একটি বস্তুরই নাম হতে পারে এবং এই শ্রেণীবাচক শব্দটি সংশ্লিষ্ট বস্তুর সঙ্গে নাম ও নামীর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। প্লেটোর কাছে শ্রেণীবাচক শব্দ, যেমন— 'মানুষ', দেশ ও কালে অস্তিত্বশীল কোন বিশেষ মানুষের নাম না হলেও (বা বিশেষ মানুষকে না বোঝালেও), অকালিক এবং অদৈশিক সত্তা হিসেবে 'মানুষ' জাতির নাম, আর অ্যারিস্টটলের মতে 'মানুষ' এই শ্রেণীবাচক শব্দটি বিশেষ বিশেষ মানুষের নামও নয়, আবার দেশকালাতীত মানুষ জাতির নামও নয়; তাঁর মতে, সব মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব নামক যে অভিন্ন সাধারণ ধর্ম উপস্থিত আছে এ হ'ল তার নাম। সুতরাং উভয়েই মতে জাতিবাচক শব্দগুলি স্বরূপতঃ নিজস্ব নামের মতো—এক্ষেত্রে এই সব শব্দ হ'ল দ্রব্যধর্মী, নিত্য পদার্থ, জাতির নাম; অন্য ক্ষেত্রে, এ হ'ল শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের নাম।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতে জাতিবাচক শব্দ একপ্রকারের নাম জাতির জ্ঞান বুদ্ধিনির্ভর

আবার উভয়েরই মতে জাতি বা সামান্যের জ্ঞান বুদ্ধিসঞ্জাত স্বজ্ঞা বা অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। প্লেটোর মতে, কোন বিষয়ের জাতির জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক পদার্থের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন বিষয় নয়, যা কেবল বুদ্ধির সাহায্যেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। আবার অ্যারিস্টট্লের মতে, সকল মানুষের মধ্যে যে অভিন্ন সমান বা সাধারণ ধর্ম থাকে তা' কেবল বুদ্ধির সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায়।

(খ: ১)। অ্যারিস্টটলের মতের সমালোচনা (Criticism of Aristotle's View): আপাতঃদৃষ্টিতে অ্যারিস্টটলের মতের মধ্যে আদৌ কোন ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না। বরং এই মতবাদকেই সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে অনেকে স্বীকার করেন। জাতি বা সামান্য হ'ল একটি শ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের স্বরূপকে নিয়ে। অ্যারিস্টট্লের মতে জাতি হ'ল কোন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর এমন বৈশিষ্ট্য যা সব ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই এক রকম। অর্থাৎ কোন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বিভেদমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিলে যে এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে জাতি বলতে তাকেই বোঝায়। যেমন, সকল গরুর মধ্যে একই গোত্ব উপস্থিত থাকে বলেই তাদেরকে 'গরু' এই নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতের তিনটি অংশ (ক) কতকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে কোন বিষয়ে মিল থাকবে (খ) এই বিষয়টি হবে ঐ দৃষ্টান্তগুলির বৈশিষ্ট্য এবং (গ) এই বৈশিষ্ট্যটি সব দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই এক এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হবে। কিন্তু বিপদ হ'ল এই যে, এক এবং অভিন্ন সামান্য ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালে অবস্থিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে থেকেও তার অভিন্নত্ব বজায় কিভাবে রাখে তা বোঝা মুস্কিল। ব্যক্তি বিশেষত্ব বা স্বীকয়তা যদি এই সাধারণ ধর্মকে স্পর্শ না করে তাহলে ব্যক্তি-ধর্ম বা বিশেষত্বসূচক ধর্ম ও সাধারণ ধর্মের ব্যক্তির মধ্যে কোন নিবিড় সম্পর্ক

অভিন্ন সাধারণ ধর্ম সম্ভব নয়

Scanned with CamScanner

থাকবে না। কার্যতঃ এই দুপ্রকারের ধর্ম ব্যক্তির মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে অবস্থান করবে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর **অভেদত্ব** বা **অখণ্ডতা** কিভাবে বজায় থাকবে তা ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর যদি ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষত্বসূচক ধর্মের দ্বারা জাতিধর্ম প্রভাবিত হয়, তা হ'লে উল্লিখিত বস্তু বা ব্যক্তির অখণ্ডত্ব বা অভেদত্ব রক্ষিত হয় ঠিকই কিন্তু জাতিধর্ম এক এবং অভিন্ন থাকতে পারে না। ঠিক এই কারণেই অনেকে বলেছেন, অভিন্ন জাতিধর্ম বলে কিছু নেই; ব্যক্তি বা বস্তুই আসল; কেবল নামেই জাতিধর্মের অস্তিত্ব আছে। আলোচনার সুবিধের জন্য কতকগুলি বস্তুকে আমরা এক নামে অভিহিত করি। এক নামে অভিহিত করা হয় বলেই নামের অনুরূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত আছে বলে আমরা ভুল করি।

আবার যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে, একটি শ্রেণীর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিন্ন জাতিধর্ম উপস্থিত থাকে, তাহলে মানতে হবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবল **সংখ্যাগত পার্থক্য** (Numerical difference) থাকে, **গুণগত পার্থক্য** (Qualitative difference) থাকে না। কিন্তু এই প্রকার বিশেষ দৃষ্টান্ত বাস্তবে খুঁজে বের করা রীতিমতো মুস্কিল ব্যাপার। আমরা অবশ্য সাদৃশ্যমূলক ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের শ্রেণীকরণ যে করি না তা নয়, কিন্তু যে সব দৃষ্টান্তকে আমরা একই শ্রেণীভুক্ত করি সেগুলি যে কত কদাচিৎ পরস্পরের ঠিক ঠিক অনুরূপ হয়, এবং ঐ শ্রেণী বহির্ভূত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের থেকে সেগুলি যে কত কদাচিৎ একেবারে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয় একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। যেসব ক্ষেত্রে শ্রেণীর সীমারেখা স্পষ্ট নয় সেসব ক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে অথবা প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রেণীকরণ করতে হয়। অথচ এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত রীতিমতো বিভ্রান্তিজনক, কারণ এই জাতিতত্ত্ব অনুসারে ধরে নিতে হয় যে জগতের বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে বস্তুধর্মের ভিত্তিতেই সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে, প্রকৃতি জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর সীমারেখা যেন খুব স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট—যেন জাতিধর্ম বাস্তব জগতে রয়েছে সেগুলিকে কেবল আমরা খুঁজে বের করি। কিন্তু জাতিধর্মের ব্যাপারে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তিরও যে আংশিক অবদান আছে তা' উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, কোন বস্তুকে টেবিল বলা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে তার মধ্যে টেবিলত্ব আছে কিনা। অ্যারিস্টটলের মতে জাতি হ'ল বস্তুগত ধর্ম কাজেই কোন বস্তুর মধ্যে টেবিলত্ব আবিষ্কৃত হলে তবেই তাকে 'টেবিল' বলা যেতে পারে। এখন যদি এরকম হয় যে, কোন বস্তুর দ্বারা টেবিলের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে অথচ তা টেবিলের আকৃতি বিশিষ্ট নয় তাহলে আমরা কি বলবো—বস্তুটি কি টেবিল অথবা টেবিল নয়? এরকম ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই বলে থাকি—আপাততঃ এই বস্তুটিকেই টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা যাক্। বস্তুটিকে টেবিল বলা যাবে বা যাবে না, তা এক্ষেত্রে অনেকটাই যেন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই তাহলো: বস্তুটির সহিত টেবিলের সাদৃশ্যের পরিমাণ কতখানি, কিংবা বস্তুটির সঙ্গে টেবিলের সাদৃশ্য কতখানি হলে তাকে টেবিল বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট প্রকারের বা শ্রেণীর কিনা তা বস্তুটির মধ্যে ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বস্তুর

বস্তুধর্মের ভিত্তিতেই জাতির সীমারেখা স্পষ্ট—এই মত মানা যায় না

Scanned with CamScanner

অনুরূপ অভিন্ন শ্রেণীধর্ম দেখে আমরা স্থির করিনা, বরং মোটামুটি গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য দেখে স্থির করি। আর এই সাদৃশ্য অন্ততঃ আংশিক হলেও আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভরশীল। কারণ কে কিভাবে কোন বস্তুকে ব্যবহার করবে তার উপর এই সাদৃশ্য অনেকখানি নির্ভর করে। অবশ্য কোন বিশেষ বস্তুর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর বৈসাদৃশ্যের মাত্রা যদি খুব বেশী হয়, তাহলে বস্তুটিকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হয় না— একথা ঠিক। এমনকি তখন ঐ শ্রেণীর বস্তুর দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈসাদৃশ্যের মাত্রা বেশী হওয়ার ফলে ঐ বিশেষ বস্তুটিকেও ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো—বৈসাদৃশ্যের মাত্রা কতখানি হলে কোন বস্তুকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যাবেনা—এসমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? এ ব্যাপারে আমাদেরই স্থির করতে হয়, বৈসাদৃশ্যের মাত্রা কতখানি হলে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। সুতরাং শ্রেণীকরণের ভিত্তি হিসেবে কোন অভিন্ন জাতিধর্মের চেয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ভূমিকা কম নয়। অবশ্য কেউ আপত্তি করতে পারেন যে, প্রাকৃত শ্রেণীর ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্তের আদৌ কোন ভূমিকা থাকে না, বরং সেক্ষেত্রে বাস্তবে অস্তিত্বশীল জাতিধর্মের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে বক্তব্য হ'ল এই যে, প্রাকৃত শ্রেণীর ক্ষেত্রে এজাতীয় অভিন্ন জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ হয়নি এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন, প্রাণীবিদগণ সামুদ্রিক বায়ুপরাগী পুষ্পকে প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন যদিও এই সব পুষ্পের জন্ম ও বৃদ্ধি অন্যান্য উদ্ভিদের মতোই ঘটে থাকে, এবং এগুলি উদ্ভিদের মতোই গতিহীন।[1]

এর থেকে এটা স্পষ্ট যে বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির শ্রেণী বিভাগ খুব স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নয়, তাতে সেই শ্রেণী স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যাই হোক না কেন। কিন্তু এর থেকে কি অ্যারিস্টটেলের জাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়? অন্ততঃ এই অসুবিধা থেকে এটা পরিষ্কার যে বাস্তবে কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য থাকে। আর সাদৃশ্য মানেই হ'ল কোন-না-কোন বিষয়ে বা কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সাদৃশ্য। 'সাদৃশ্য' কখনই স্বনির্ভর হতে পারে না। সাদৃশ্য বলতে বোঝায় দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্মের ব্যাপারে সাদৃশ্য। অনেক সময় অবশ্য আমরা সাদৃশ্যের কথা বলি কিন্তু সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলিনা। যেমন আমরা বলি,—ছেলেটি অবিকল তার বাবার মতো। কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে সে বাবার অনুরূপ তা না বললেও তা খুঁজে বের করা যায়। সুতরাং বস্তুগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ হয় এবং যে সব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে তাকেই অ্যারিস্টট্‌ল জাতি বলেছেন। কিন্তু মুস্কিল হ'ল বৈশিষ্ট্যের সমভাবে বর্তমান থাকা বলতে সঠিক বি বোঝায় তা স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন দৃষ্টান্তে এক এবং অভিন্ন ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটাকে বোঝালে যে ত্রুটির উদ্ভব ঘটে তা আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

(গ) নামবাদী জাতিতত্ত্ব (Nominalistic Theory of Universal): নামবাদ অনুসারে জগতে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। বিশেষ বিশেষ বস্তু

Scanned with CamScanner

বা ব্যক্তিই আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়, আর এছাড়া কোনো কিছু প্রত্যক্ষানুভূতিতে ধরা দেয় না, সুতরাং বিশেষ দৃষ্টান্তগুলিরই অস্তিত্ব রয়েছে। বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য বা গুণ যে নেই তা নয়, এই সব বৈশিষ্ট্য বা গুণকে আলাদা পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা যায় না, কারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বস্তুরই বৈশিষ্ট্য এবং সেহেতু বস্তুরই অংশবিশেষ। তাই বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর সাধারণ ধর্মের প্লেটো কথিত আলাদা কোন সত্তা নেই। কিংবা অ্যারিস্টটল কথিত বিষয়নিষ্ঠ অভিন্ন অস্তিত্বও নেই। অর্থাৎ বিষয়গত জাতিধর্ম বলে কোন কিছু নেই, যাকে আমরা জাতিধর্ম বলি তা আসলে শ্রেণীনাম ছাড়া কিছু নয়। একটি শ্রেণীর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সমভাবে বিদ্যমান থাকে তাহলো তাদের নাম। সুতরাং জাতি বা সামান্য হলো বিশেষ বস্তুর বা বস্তুসমষ্টির নাম। এই মতবাদকে বলা হয় চরম নামবাদ।

(গ : ১)। নামবাদী জাতিতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Nominalistic Theory of Universal): নামবাদ কখনই গ্রহণযোগ্য মতবাদ হতে পারে না। আমরা যখন কতকগুলি বস্তুকে 'টেবিল' নামে অভিহিত করি, তখন আমরা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক কতকগুলি বস্তুর কথা বলি না, আমরা এমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলি— যা বস্তুগুলির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য কখনই বস্তুর সঙ্গে এক হতে পারে না—কারণ এই বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষ বস্তুর একান্তভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং বস্তু আর বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অধিকারী—অধিকৃতের সম্পর্ক থাকে। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি বস্তুকে একই শ্রেণীভুক্ত করার কারণ হল এই যে, তাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সমভাবে বর্তমান থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্য যে সব ক্ষেত্রেই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে তা নয়, মোটামুটিভাবে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্যকে—বা গণপূর্তি হয় এমন সংখ্যক বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত থাকতেই হবে। যদি এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বস্তুগত অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয়, যদি বলা হয় নামই হলো এই বৈশিষ্ট্য, তাহলে প্রশ্ন হবে—কতগুলি বস্তুকে একনামে ডাকার মূলভিত্তি কি? কিংবা কেনই বা-আমরা বিভিন্ন রকমের বস্তুকে যথেচ্ছভাবে একনামে ডাকি না?

(ঘ) সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব (Resemblance Theory of Universal): প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের বস্তুবাদী জাতিতত্ত্বের অপূর্ণতা থেকে নতুন যে জাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয় তাকেই সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে জাতি বা সামান্য দ্রব্য বা গুণধর্ম কোন পদার্থ নয়। বিশেষ দৃষ্টান্ত এবং তাদের মধ্যে অনুরূপতা বা সাদৃশ্যের সাহায্যেই জাতি বা সামান্যের ব্যাখ্যা সম্ভব। সুতরাং এই মতবাদ প্লেটোর চেয়ে অ্যারিস্টটলের মতবাদেরই অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে হয়। কারণ অ্যারিস্টটলের মতো, এই মতবাদেও বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির উর্ধে জাতি বলে কোন পৃথক পদার্থ স্বীকার করা হয় নি। বিশেষ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই জাতির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই উভয় মত অনুসারে বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুপস্থিতিতে জাতি সম্ভব নয়, কিন্তু অ্যারিস্টলের মতের সঙ্গে এই মতের

Scanned with CamScanner

পার্থক্য হলো এই যে, এখানে জাতিকে বিভিন্ন বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিন্ন সাধারণ ধর্ম বলে ধরা হয়নি। সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব অনুসারে একশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বিশেষ দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে কার্যতঃ কিছু থাকে না। প্রত্যেক বস্তুর সকল বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বস্তুর মতোই বিশেষত্বমণ্ডিত এবং অদ্বিতীয়। কাজেই কোন বস্তুর মধ্যে এমন কোন ধর্ম থাকতে পারে না যা পুনরায় অন্য বস্তুর মধ্যেও বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোন লেখকের একই বই দু' জায়গায় রয়েছে—একটি টেবিলের উপরে, অপরটি মাটিতে। এখন বই দুটি একই বলে তাদের আকৃতি, রং, ওজন, গঠন ইত্যাদি একরকমের হবে। কিন্তু বই দুটি যদি সবুজ রংয়ের এবং চতুষ্কোণাকার হয়, তাহলে এই দুই ধর্মকে অভিন্ন সাধারণ ধর্ম বললে ভুল হবে। কারণ যে বই মাটিতে রয়েছে তার সবুজবর্ণ এবং আকৃতি বইটির মতোই মাটির উপরে রয়েছে, সেভাবে অন্যটির বর্ণ এবং আকৃতি রয়েছে টেবিলের উপরে। সুতরাং বর্ণ এবং আকৃতি উভয় ক্ষেত্রে অবস্থান অনুসারে আলাদা। সুতরাং এক অর্থে এক হলেও অন্য অর্থে বৈশিষ্ট্য দুটি উভয়ক্ষেত্রে এক নয়, তাই বই দুটি এক বই হলেও প্রত্যেকের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে আকৃতি উভয়ক্ষেত্রে পরস্পরের থেকে আলাদা, বর্ণও তদনুরূপভাবে আলাদা। বই দুটির আকৃতি ও বর্ণকে যে অর্থে এক বলা যায় তা একই জিনিসের পুনরাবৃত্তির অর্থ নয়, বরং দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সঙ্গে হুবহু একরকম এই অর্থে এক বলা যায়।

জাতি দ্রব্য বা গুণধর্মী পদার্থ নয়, সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই জাতি স্বীকার করা হয়

সুতরাং বাস্তব জগতে বিশেষ বস্তুর মধ্যে শুধু সাদৃশ্য বা অনুরূপতা থাকে—সাদৃশ্য বা অনুরূপতা বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্যকে বোঝায় কিন্তু একই বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তির অর্থে সাদৃশ্য নয় কারণ বৈশিষ্ট্য কখনই এক হতে পারে না। এই অনুরূপতাই হ'ল জাতি বা সামান্যের ভিত্তি। বিভিন্ন বস্তুকে আমরা যে একই সাধারণ ধারণার অধীন বা একই শ্রেণীভুক্ত করি তার কারণ এই নয় যে, তাদের সকলের মধ্যে একটি অভিন্ন সাধারণ ধর্ম উপস্থিত আছে বরং তারা পরস্পরের অনুরূপ বলেই তাদেরকে আমরা একই সাধারণ ধারণার সাহায্যে প্রকাশ করি বা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি। একটি বাস্তব উদাহরণ নিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। যেমন, লাল রংয়ের কথা ধরা যাক। আমরা বিভিন্ন লাল রংয়ের বস্তুকে একটি শ্রেণীভুক্ত করে 'লাল বস্তু' এই সাধারণ ধারণার সাহায্যে চিহ্নিত করি। কিন্তু বিভিন্ন লাল বস্তুর মধ্যে একই লাল রং কি সমভাবে উপস্থিত থাকে? লাল বস্তুগুলি একে অপরের সঙ্গে গুণগতভাবেও (Qualitative) অভিন্ন হতে পারে না, কারণ লাল রংয়ের কথা ধরলে কোনটি গাঢ় লাল, কোনটি ফিকে লাল—ইত্যাদি। গভীরতার দিক থেকে লাল রংও অনেক রকমের আছে। এমনকি নির্দিষ্ট গভীরতাবিশিষ্ট লালের মধ্যেও অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। কিন্তু যতই পার্থক্য থাক না কেন, লাল বস্তুগুলি রংয়ের দিক দিয়ে পরস্পরের সদৃশ একথা বলতে কোন বাধা নেই। আর এই সাদৃশ্যের জন্যই আমরা তাদের 'লাল' এই সাধারণ নামে অভিহিত করি। 'লোহিতত্ব' বলে কোন অভিন্ন জাতিধর্ম লাল বস্তুর মধ্যে উপস্থিত থাকে না, থাকে কেবল তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য; আর এই সাদৃশ্যকেই জাতি বলা উচিত। কিন্তু

সাদৃশ্যমূলক জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা

Scanned with CamScanner

'লোহিতত্ব' বলে যদি কোন অভিন্ন সাধারণ ধর্ম নাই থাকে, তাহলে 'লাল' শব্দটিকে, বা সেই কারণে তাবৎ জাতিবাচক শব্দকে, কার নাম বলে গণ্য করা যাবে? যেমন বিভিন্ন **স্বকীয় নাম (proper name)** কোন-না-কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম, ঠিক তেমনই জাতিবাচক শব্দ যেমন—লাল, মানুষ, গরু ইত্যাদি, কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুচ্ছের নাম হবে।

সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব অনুসারে উল্লিখিত অসুবিধা দুটি বিভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) এ কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, জাতিবাচক শব্দ কোন **একক বস্তুর** নাম এবং (২) যেহেতু জাতিবাচক শব্দ এক রকমের বহু বস্তুর বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাই এই সব বস্তুর বা ব্যক্তির প্রত্যেকের মধ্যেই ঐ একক বস্তুটি কোন-না-কোন ভাবে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল জাতিবাচক শব্দকে **নাম** হিসেবে গণ্য করা হবে কেন? যদি প্রথম আশ্রয়বাক্যটিকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি না মেনে উপায় থাকে না। নিঃসন্দেহে কিছু বিষয় সব লাল বস্তুর মধ্যে সাধারণ বিষয় হিসেবে থাকে এবং এই সাধারণ বিষয়টি শুধুমাত্র তাদের নাম (অর্থাৎ 'লাল' এই নাম) নয়। তাদের মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণভাবে বর্তমান তাহ'ল তারা সকলেই লাল। আর **তারা সাধারণভাবে সকলেই লাল— এ বিষয়টি তাদের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান**। এ কথার অর্থ হল লাল হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য সবক্ষেত্রে এক নয়, এর মধ্যে মাত্রাভেদ আছে। সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব জাতি বা সামান্যকে অস্বীকার করেনা, কেবল জাতি বা সামান্য **কোন স্বতন্ত্র পদার্থের** নাম একথা স্বীকার করেনা। বরং এই মতবাদ অনুসারে জাতি বা সামান্যের অর্থ হ'ল: **(ক) বিভিন্ন জাগতিক বস্তুকে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের মাত্রা এবং (খ) কোন শ্রেণীর সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সে সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায়।**

(ঘ: ১)। সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of the Resemblance Theory): রাসেল প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন, কোন শ্রেণীর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিন্ন সাধারণ ধর্ম হিসাবে জাতির অস্তিত্ব সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বে অস্বীকার করা হলেও শেষ পর্যন্ত অভিন্ন সাধারণ ধর্ম স্বীকার না করে উপায় থাকে না। বিভিন্ন লাল বস্তুর মধ্যে লোহিতত্ব সমভাবে বিদ্যমান থাকে বলে তাদেরকে লাল শ্রেণীভুক্ত করা হয় না, বরং এই রকম লাল বস্তু পরস্পরের **অনুরূপ** বলেই তাদেরকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়— একথা না হয় মানা গেল, কিন্তু তাতে কি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিন্ন সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি (এবং সেই অর্থে জাতির) সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত রহিত হয়? বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে সাদৃশ্যধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি, যেমন লোহিতত্ব, নীলত্ব, মনুষ্যত্ব, গোত্ব ইত্যাদি স্বীকার করা হয়, সেই সাদৃশ্য নিজেও তো একটি জাতি? কিন্তু এই সাদৃশ্য কি সেই ভিত্তিতে জাতি হিসেবে গণ্য হবে? সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই সাদৃশ্যকে জাতিগত হিসেবে স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে **সদৃশত্ব** এই অভিন্ন সাধারণ ধর্মের কথা এসে পড়বে। ব্যাপারটিকে উদাহরণের সাহায্যে আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে। বিভিন্ন

সাদৃশ্য নিজেই একটি জাতি বলে অভিন্ন সাধারণ ধর্মকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় না

Scanned with CamScanner

লাল রংয়ের বস্তুকে আমরা 'লাল' বলি তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। ধরা যাক— ক, খ, ঘ, ঙ -এই পাঁচটি বস্তুকে আমরা 'লাল' বলি। **কখ, খগ, গঘ, ঘঙ, কগ, খঙ**— জোড়গুলি রংয়ের ব্যাপারে পরস্পরের সদৃশ বা অনুরূপ বলে।

কিন্তু যে-সব জোড়গুলি সম্বন্ধে সাদৃশ্য সম্পর্কের কথা বলা হলো, সেই সব সাদৃশ্য সম্পর্কে কি বলা যাবে? তারা পরস্পরের অনুরূপ না বিরূপ, সদৃশ না বিসদৃশ? স্পষ্টতঃই এই সম্বন্ধগুলি পরস্পরের বিসদৃশ হতে পারে না। অবশ্য সবক্ষেত্রে সাদৃশ্যগুলি একই সাদশ্য নাও হতে পারে। শুধুমাত্র রংয়ের সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে, কোন ক্ষেত্রে আকৃতির সাদৃশ্য, কোন ক্ষেত্রে আয়তনের সাদৃশ্য, কোন ক্ষেত্রে রংয়ের সাদৃশ্য— এরকমও হতে পারে। আবার শুধু রংয়ের কথা ধরলে তা যে সবক্ষেত্রে এক হবে— এমন কোন কথা নেই। কোন ক্ষেত্রে রংয়ের গাঢ়ত্বের সাদৃশ্য, কোন ক্ষেত্রে ফিকে বা হাল্কা রং হওয়ার ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সব সাদৃশ্য সম্বন্ধেই এক **সদৃশত্ব** এই জাতির উদাহরণ বলে গণ্য হবে। আর সব সাদৃশ্য সম্বন্ধই যদি **এক সদৃশত্ব** জাতির বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়, অভিন্ন সাধারণ ধর্ম হিসেবে সদৃশত্ব কার্যতঃ স্বীকার করা হয়ে যায় না কি? আর সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিধর্মকে (যেমন— লোহিতত্ব, নীলত্ব, গোত্ব ইত্যাদিকে) অভিন্ন সাধারণ ধর্ম হিসেবে স্বীকার করতে বাধা কোথায়? প্রাইসের ভাষায় 'এটি (অর্থাৎ সাদৃশ্য) এমন পদার্থ যার বহু দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য এই সাদৃশ্য হলো বিভিন্ন সাদৃশ্য সম্বন্ধের জাতি বা সামান্য। এই জাতির বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি স্বরূপতঃ বিশেষ বস্তু নয়, বরং এক জটিল সমগ্রতা; কিন্তু তাহলেও এটি একটি জাতি। সুতরাং বড়জোর যেটুকু লাভ করা যায় তাহলো সব জাতিকে একটি সম্বন্ধসূচক জাতিতে রূপান্তরিত করা।'[1] রাসেলও একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, কিছু দার্শনিক আছেন যারা জাতিধর্মকে অস্বীকার করতে চান, কিন্তু মুস্কিলের ব্যাপার হ'ল এই যে, আমরা একটি জাতিকে অস্বীকার করতে পারিনা এবং তাহ'ল সাদৃশ্য। আর যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর মতে, অন্য সকল জাতি স্বীকার করতে বাধা কোথায়?[2]

অবশ্য রাসেলের এই আপত্তি বিভ্রান্তিকর। কারণ সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বের প্রবক্তাগণ কেউই জাতি বা সামান্যের বিলোপ চান, একথা বলা যায় না। জগতের বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, এবং সেই অর্থে জাতি বা সামান্য আছে— একথা সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বে বরং মানাই হয়। **সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বে কেবল অস্বীকার করা হয় যে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির জন্য ঐসব বস্তু ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের অতিরিক্ত দ্রব্য বা গুণধর্মী পৃথক পদার্থের প্রয়োজন। যদি আদৌ জাতি বা সামান্যের অস্বীকৃতি সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্বে ব্যাখ্যা হয়, তবে তাহ'ল 'জাতি' বা 'সামান্য' কথাটির বিশেষ্য পদের অর্থে ব্যবহার, কারণ বহু বিশেষ্যপদ বস্তু বা নামবাচক হওয়ায় জাতিবাচক বিশেষ্য**

---

1 See, for example, *H.H. Price's lecture THINKING AND REPRESENTATION,* Proceedings of British Academy, 1946, p. 32.

2 See Russell's *AN ENQUIRY INTO MEANING AND TRUTH,* pp 343-347, also his *PROBLEMS OF PHILOSOPHY,* pp. 150-151.

Scanned with CamScanner

পদেরও অনুরূপ কোন বস্তু বা পদার্থ থাকবে —এ ধারণার উদ্রেক হয়। উল্লিখিত আপত্তিটির মূলকথা হ'ল— যদিও আমরা অন্যান্য জাতি বা সামান্যকে সাদৃশ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি, তাহলেও সদৃশত্ব জাতিকে সাদৃশ্য সম্বন্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিনা। সুতরাং অ্যারিস্টটেলীয় কিংবা প্লেটোনিক অর্থে জাতিকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সদৃশত্ব জাতিকে সাদৃশ্য সম্বন্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন সাদৃশ্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যের সাহায্যে যদি সদৃশত্ব এই জাতিকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক বিভিন্ন সাদৃশ্য সম্বন্ধের কথা স্বীকার করা হ'ল, তারাও একশ্রেণীভুক্ত বলে তাদেরও জাতি থাকবে। এই দ্বিতীয় সদৃশত্ব জাতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন পারস্পরিক সাদৃশ্য সম্বন্ধের মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। এইভাবে চলতে থাকবে।

সাদৃশ্যজাতি ও অনবস্থা দোষ

কিন্তু সামান্য বা জাতির সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া যাবে সেই মূল প্রশ্নটিতেই এই আপত্তির সাহায্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন বস্তুকে পৃথক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এখন সাদৃশ্য সম্বন্ধকে বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্যে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করার জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু যদি সাদৃশ্য সম্বন্ধের ভিত্তিকে সাদৃশ্যসূচক বিভিন্ন সম্বন্ধের এক শ্রেণীভুক্তিকে 'জাতির বা সামান্যের সংজ্ঞা' বলে ধরা হয়, তাহলে 'সাদৃশ্য' নামক জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যে যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কেন— এতে অনবস্থা দোষের উদ্ভব হবে, কেনই-বা সাদৃশ্যকে ভিন্ন অর্থে জাতি বলে মানতে হবে? সমালোচনাটির মূলে যে বিশ্বাস কাজ করছে তাহ'ল— কোন একটি বস্তু যদি অপর একটি বস্তুর অনুরূপ হয়, এবং দ্বিতীয় বস্তুটি যদি তৃতীয় আর একটি বস্তুর অনুরূপ হয় তাহলে এই দুই অনুরূপতা বা সাদৃশ্য ভিন্ন হতে পারে না— এক হবে এবং সেকারণে উভয়েই সাদৃশ্য জাতির বিশেষ দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু উভয় অনুরূপতা এক হবে— এই বাক্যে এক শব্দটি দ্বার্থব্যঞ্জক, কারণ এক অর্থে এই উভয় অনুরূপতা নিঃসন্দেহে এক, আবার অন্য অর্থে এই দুই অনুরূপতা এক নয়, ভিন্ন। এ বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যখন বলা হয় উভয় অনুরূপতা এক, তখন তার অর্থ হ'ল তারা উভয়েই এক রকমের সম্বন্ধ। আবার যখন বলা হয় উভয় অনুরূপতা এক নয়, তখন তার অর্থ হ'ল উভয় অনুরূপতা একই বিষয়ে অনুরূপতা নয়, কিংবা একই বিষয়ে অনুরূপতা হলেও স্বরূপতঃ একই অনুরূপতা নয়, কারণ এই অনুরূপতা বা সাদৃশ্যের মাত্রাভেদ বা তারতম্য আছে। যদি এক বা এক রকমের কথাটিকে প্রথম অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে উভয় অনুরূপতা নিঃসন্দেহে এক রকমের, কিন্তু এক রকমের বলতে বোঝায় অনুরূপতা বা সাদৃশ্য-সম্বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে উভয় প্রকার সম্বন্ধই পরস্পরের অনুরূপ। সুতরাং এর থেকে একথা বলা যায় না যে, উভয় অনুরূপতা বা সাদৃশ্য একই সাদৃশ্য-জাতির বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত। আর যদি দ্বিতীয় অর্থে এক রকমের কথাটিকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে উভয়ের তাদের অনুরূপতা পরস্পরের অনুরূপ বা সদৃশ নয়, আর তা না হলে তারা এক সাদৃশ্য জাতির উদাহরণ একথা বলা যাবে না। নিঃসন্দেহে সাদৃশ্যকে চূড়ান্ত জাতি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ হ'ল বিভিন্ন বস্তুর

Scanned with CamScanner

মধ্যে যেসব সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি যদি চোখে না ধরা দিত তাহলে জাতিবাচক যে সব শব্দ আমরা ব্যবহার করি সেগুলি আদৌ থাকত না। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, বই, কলম ইত্যাদি তাবৎ জাতিবাচক শব্দে একটি শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়টি আগেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সাদৃশ্যও একটি জাতিবাচক শব্দ কারণ একটি বিভিন্ন সাদৃশ্যের জাতিবাচক নাম। বাস্তব জগতে আদৌ যদি কোন জ্ঞাতা না থাকতো, তাহলে কেবল বিভিন্ন বস্তু ও তাদের বিষয়গতভাবে পারস্পরিক মিল বা গরমিল থাকতো। জ্ঞাতার মনই বিভিন্ন প্রকার বিশেষ বিশেষ মিলের মধ্যে সাদৃশ্যকে সাধারণ ধর্ম হিসেবে উপস্থাপিত করে বা অনুধাবন করে। অধ্যাপক **উজলি** তাই বলেন, শুধুমাত্র জ্ঞাতার অনুধাবন ক্ষমতার সাহায্যে বিষয়গত সাদৃশ্যের উর্ধে গিয়ে সাধারণ ধর্ম হিসেবে সাদৃশ্য-জাতি স্বীকার করার কোন যুক্তি আছে কি?

অধ্যাপক প্রাইস অবশ্য আরও দুটি আপত্তির উল্লেখ করেছেন। সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব আবদ্ধ শ্রেণীর (closed class) ব্যাখ্যা দিতে পারলেও উন্মুক্ত শ্রেণীর (Open class) ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যে শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা সীমিত তাকেই আবদ্ধ শ্রেণী বলা হয়। আর যে শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা সীমিত নয়, অর্থাৎ অসীম তাকে উন্মুক্ত শ্রেণী বলা হয়। এখন যদি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যই শ্রেণী-ধারণা (class-concept) -র ভিত্তি হয়, তাহলে সীমিত শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব বলেই শ্রেণী ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়। কিন্তু অসীম শ্রেণীর সদস্যদের পারস্পরিক সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় বলে শ্রেণী ধারণা গঠন করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ যদি সাদৃশ্য মূলক জাতিতত্ত্ব সত্য হয় তাহলে আমাদের সব শ্রেণী ধারণাই সীমিত শ্রেণীর ধারণা হবে, কিন্তু যেহেতু অসীম শ্রেণী সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা আছে, তাই সাদৃশ্যমূলক জাতিতত্ত্ব সত্য হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হ'ল: অসীম শ্রেণী ধারণা বলতে কি বোঝায়? 'বই' নামক অসীম শ্রেণীর কথা ধরা যাক্। বইয়ের ধারণা বলতে বোঝাবে, যদি কোন কিছুকে 'বই' হতে হয় তাহলে তার মধ্যে পুস্তকত্ব এই গুণটি থাকতে হবে। যেহেতু অসীম ধারণা এই তত্ত্বে সম্ভব নয়, তাই বুঝতে হবে যদি কোন কিছুকে মানুষ হতে হয় তাহলে তার মধ্যে বিচারবুদ্ধি থাকবে বা $(x)[Mx \supset Rx]$— এজাতীয় বচন আমরা গঠন করতে পারি না। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সত্যিই কি তাই? এজাতীয় বচন আমরা কিভাবে গঠন করি তা ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যেতে পারে, 'মানুষ' শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা জানা থাকলেই যথেষ্ট অথবা কোন মানুষকে দেখে এবং তার থেকে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রভেদ দেখে ঐ কথা আমরা বলতে পারি। অর্থাৎ কোন বিশেষ বস্তুর সঙ্গে অন্যান্য সকল বস্তুর সাদৃশ্য দেখে আমরা উন্মুক্ত শ্রেণীর কথা চিন্তা করতে পারি।

প্রাইসের অন্য দুটি আপত্তি ও তার মূল্যায়ন

দ্বিতীয়তঃ যখন আমরা বলি বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়, পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয়, তখন উল্লেখ না করলেও কার্যতঃ আমরা যা বলি তাহ'ল— দুটি বস্তুকে পরস্পরের অনুরূপ ভাবতে হলে বস্তু দুটি যে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পরের অনুরূপ তাও ভাবতে হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে সাদৃশ্য নিয়েই অসুবিধের সৃষ্টি হয়। এখানে দুটি ব্যাপার

লক্ষণীয়— (ক) দুটি বিষয় পরস্পরের অনুরূপ হতে পারেনা যদি তারা নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পরের অনুরূপ না হয় এবং (খ) দুটি বিষয় যে নির্দিষ্ট দিকে পরস্পরের অনুরূপ তা চিন্তা না করে তাদের এই অনুরূপতা আমরা চিন্তা করতে পারিনা। এখন ১নং এর সত্যতা থেকে ২নং এর সত্যতা আসে না। কিন্তু ১নং যদি সত্য হয় তাহলেই মুস্কিল। কারণ নির্দিষ্ট বিষয়ে সাদৃশ্য বলে সেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্ম হয়ে দাঁড়াবে আর এই সাধারণ ধর্ম যদি অভিন্ন সাধারণ ধর্ম হয়, তাহলে অ্যারিস্টটল অথবা প্লেটোর জাতিতত্ত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল— সত্যিই কি প্লেটো বা অ্যারিস্টটল বর্ণিত জাতিতত্ত্বে আমাদের ফিরে যেতে হয় একথা ঠিক যদি 'ক' একটি লাল ঘনবস্তু হয় এবং 'খ' একটি লাল গোলক হয়, তাহলে লাল হওয়ার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে— 'লাল হওয়া' ব্যাপারটি উভয়ের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার হিসেবে উপস্থিত থাকবে। এখানে ক এবং খ এর সাদৃশ্যের সঙ্গে ক এর লাল রংয়ের সঙ্গে খ এর লাল রংয়ের সাদৃশ্যের পার্থক্য করা দরকার। ক এবং খ এর সাদৃশ্য হ'ল বস্তুর সাদৃশ্য, আর ক এবং খ এর লাল রংয়ের সাদৃশ্য হল গুণের সাদৃশ্য। উভয়ের গুণের সাদৃশ্য ব্যাপারটি কেবল প্রদর্শনমূলক উপায়ে (ostensively) বা অঙ্গুলি নির্দেশ করেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ হ'ল মৌলিক অবিশ্লেষণীয় সম্বন্ধ। এই সাদৃশ্য বলতে বড়জোর বলা যেতে পারে একটি রং অপরটি ঠিক অনুরূপ, অভিন্ন নয়। একই লোককে দ্বিতীয় বার দেখে যখন আমরা বলি, 'এ সেই একই লোক' তখন আমরা এক বা অভিন্ন কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করি, সেই অর্থে দুটি রং এক নয় বলে একটিকে অপরটির ঠিক অনুরূপ বলাই শ্রেয়ঃ।

Scanned with CamScanner